কালের কণ্ঠ

তারিখ ...24 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২...

প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি

এই অপরাধ নির্মূল করুন

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জেঁকে বসেছে। কোনোভাবেই এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। সম্প্রতি মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠার পর আন্দোলন হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলেও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে মেডিক্যালে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। তবে এটা মানতে হবে, দিন যতই যাচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ততই বাড়ছে। ক্রমেই তা বেশি করে সংক্রমিত হচ্ছে। ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম। প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা; এমনকি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগও আছে। এ থেকে রেহাই মিলছেই না। একটি সংঘবদ্ধ চক্র যে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কিন্তু গত ৩৫ বছরে কারো শাস্তি হয়েছে এমন রেকর্ড নেই। ফলে গ্রেপ্তারের পর কিছুদিন হাজতবাস করেই আবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে অপরাধী চক্র। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উৎসাহ হারাচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁসের অপরাধে শাস্তির বিধান থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে এমন কোনো দৃষ্টান্ত দেখানো যাবে না। অথচ এই ব্যাধি থেকে মুক্তি না মিললে সমাজই প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত হবে। নৈতিকতাবর্জিত কিছু অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে এক শ্রেণির দুর্বৃত্ত প্রশ্ন ফাঁসের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশ আছে বলেই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে থাকে। যাঁদের সমাজের বিবেক হিসেবে ধরা হয়, শিক্ষার্থীদের নৈতিক শক্তি গড়ে তোলার দায়িত্ব যে শিক্ষকদের, তাঁদেরও অনেকে প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে শোনা যায়। ফল দাঁড়িয়েছে এই, গত চার বছরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ৬৩টি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছে।

এই বিধ্বংসী অপরাধ প্রতিরোধের সহজ উপায় হচ্ছে অপরাধীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা প্রতিরোধে দেশে আইন আছে; কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। আইনে বলা আছে প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকার ন্যূনতম শাস্তি তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড। পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ ও সংশোধনী ১৯৯২ আইনের চার নম্বর ধারায় এই শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু গত বুধবার শিক্ষা আইনের যে খসড়া প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এই শাস্তি কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে শাস্তি বৃদ্ধি হওয়া উচিত, সেখানে কেমন করে তা কমানোর প্রশ্ন আসে? আমরা চাই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তেমন কঠিন আইন হোক। আইনের আওতায় অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।